দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 13 JAN 1993
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ৭ ...

বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিস্থিতি

দেশের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে এবং অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেও শিক্ষার অনুকূল পরিবেশ অব্যাহতভাবে বজায় থাকবে, সন্ত্রাসের দরুণ কিংবা অন্য কোনো অবাঞ্ছিত কারণে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকার ও শিক্ষাদান বন্ধ হওয়ার মতো আর কোনো ব্যাপার ঘটবে না, এটাই জাতির একান্ত প্রত্যাশা। কেননা, যে-কারণেই হোক না কেন, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকা এবং শিক্ষাদান ব্যাহত হওয়ার অর্থ শিক্ষা, শিক্ষার্থী, অভিভাবকশ্রেণী, শিক্ষক তথা সামগ্রিকভাবে দেশ ও জাতির মারাত্মক ক্ষতি। অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ইত্যাদি যে-কোনো দিক থেকেই বিচার করা হোক না কেন, এ ক্ষতি অপরিমেয় ও অপূরণীয়। অতীতে নানা কারণে এবং বিগত স্বৈরাচারী আমলের জের হিসাবে সৃষ্ট সন্ত্রাসের দরুণ সাম্প্রতিককালেও দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ও অন্যান্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেও রাজনৈতিক দলাদলি, মতাদর্শগত বিরোধ, ব্যক্তিগত ও দলগত কোন্দল, রেষারেষি, ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্কের অবনতি, অসৌজন্যমূলক আচরণ এবং আরও অনেক কিছুকে কেন্দ্র করে ছাত্র-সংঘর্ষের দরুণ জানমালের ক্ষয়ক্ষতি ছাড়াও, শিক্ষা, আর শিক্ষার্থীর অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে। এই ক্ষতি যথাসম্ভব পুষিয়ে নেয়ার স্বার্থেও গণতান্ত্রিক সরকার, সব মহল তথা গোটা জাতি এটাই প্রত্যাশা করে যে, দেশের শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাসের পুনরাবৃত্তি ঘটবে না।

কিন্তু দুঃখের বিষয়, দেশের একাধিক বিশ্ববিদ্যালয়সহ অনেক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেই নানা কারণে ছাত্র-সংঘর্ষ ছাড়াও বিভিন্ন ধরনের সন্ত্রাসী কান্ড সাম্প্রতিককালেও সংঘটিত হয়েছে, এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ রাখার ও বন্ধ থাকার মতো ব্যাপারও ঘটছে। শিক্ষকদের প্রতি কিছু শিক্ষার্থীর অসৌজন্যমূলক ও সন্ত্রাসী আচরণ, ভাঙচুর ইত্যাদি ঘটেছে। এই পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে, আগামী ১৬ জানুয়ারী অনুষ্ঠিতব্য প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) চতুর্থ সমাবর্তন অনুষ্ঠান স্থগিত হওয়া এবং জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্যাম্পাস পরিস্থিতি অপরিবর্তিত থাকা ও ক্লাশ আর পরীক্ষা না হওয়া শুধু অবাঞ্ছিতই নয়, দুঃখজনকও। উল্লেখ্য, প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের সোহরাওয়ার্দী হলের প্রভোস্টের অফিস ও গাড়ি ভাঙচুরের প্রতিবাদে ও দায়ী শিক্ষার্থীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের দাবীতে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন হলের প্রভোস্ট ও সহকারী প্রভোস্টদের পদত্যাগের সিদ্ধান্তের কোনো পরিবর্তন হয়নি, অচলাবস্থারও কোনো নিরসন ঘটেনি। অন্যদিকে, গত নবেম্বরে একজন হল প্রভোস্টকে অপমান করার পরিপ্রেক্ষিতে সকল প্রভোস্টের পদত্যাগ, ঘটনার জন্য দায়ী সংশ্লিষ্ট শিক্ষার্থীদের শাস্তিদানের ব্যাপারে কর্তৃপক্ষের কার্যকরী ব্যবস্থা না নিতে পারার দরুণ এবং কয়েকজন শিক্ষকের অফিস পুনরায় ভাঙচুর করার পরিপ্রেক্ষিতে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। ক্লাশ ও পরীক্ষা হচ্ছে না। সংবাদপত্রেই প্রকাশিত হয়েছে এই পরিস্থিতির বিবরণ।

দেশের কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেই অচলাবস্থা বিরাজ করা কিংবা সন্ত্রাস অব্যাহত থাকা কিছুতেই বাঞ্ছিত বা কাম্য হতে পারে না। শিক্ষার্থী হোক কিংবা অন্য যারা বা যেই হোক, সন্ত্রাস এবং শিক্ষকের প্রতি অসৌজন্যমূলক আচরণ ও ভাঙচুরের জন্য দায়ীদের বিরুদ্ধে অবশ্যই শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়া বাঞ্ছনীয়। আমরা গোড়াতেই বলেছি যে, কারণ যা-ই হোক না কেন, বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অচলাবস্থা ও অশান্তি বিরাজ করা এবং ক্লাশ বন্ধ থাকা বিরাট ও অপূরণীয় ক্ষতি। এতে প্রতিষ্ঠানের এবং শিক্ষার্থীদের ভাবমূর্তিও ম্লান হয়। এজন্যেই তেমন পরিস্থিতির যাতে উদ্ভব না ঘটে, কিংবা ঘটলেও অচিরেই যাতে তার অবসান হয় সর্বমহলেরই সে ব্যাপারে উদ্যোগ ও ব্যবস্থা গ্রহণ অপরিহার্য। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ, শিক্ষকমন্ডলী, ছাত্র সমাজ-বিশেষত ছাত্র-নেতৃবৃন্দ এবং অন্যান্যরা দেশের শিক্ষা, শিক্ষার্থী ও জাতীয় স্বার্থের কথা বিবেচনা করে উদ্যোগ নিলে আলোচ্য দুটি বিশ্ববিদ্যালয়েরই বর্তমান অচলাবস্থার অবসান ঘটতে পারে বলে আমাদের বিশ্বাস।